K. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

গমের অভাবে ব্লকে ব্লকে গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ ব্যাহত

বিশেষ প্রতিনিধি : গমের অভাবে ব্লকে ব্লকে গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ ব্যাহত হয়েছে। এই অভিযোগ করে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের কাশিয়াডাঙ্গা প্রধান ডাঃ আসরাফ হোসেন জানিয়েছেন, গমের অভাবে পুরো একটি মাস কোন কাজ হয়নি। মারচ মাসের মধ্যে কাজ তুলে দিতে না পারলে টাকা ফেরত চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে কিছু কিছু গম এসে পৌছনয় সে সম্ভাবনা আর নাই। তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কাজ তুলে দেবার, গ্রাম পুনর্গঠনের টাকা যাতে ফেরত না যায় সেদিকেও তাঁরা লক্ষ্য রেখেছেন। গ্রাম পুনর্গঠন, গ্রামোন্নয়ন, গ্রামের সম্পদ সৃষ্টি, গ্রামীণ কর্ম প্রকল্প ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে কাজগুলি চলছে। এগুলির মধ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে তাড়াহুড়ো চলছে। সমস্ত কাজই হচ্ছে পঞ্চায়েতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। সদস্যদের নিয়ে প্রধানরা সভা করছেন। গ্রামে যে যে কাজ হওয়া প্রয়োজন, সভাগুলিতে সে বিষয়ে আলোচনা করে প্রকল্প তৈরী করা হচ্ছে। সেই প্রকল্প পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্লকে, অনুলিপি মহাকরণে। কোন প্রকল্প পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে হলে কোন রকম অনুমোদন ছাড়াই পঞ্চায়েত প্রধানরা সেই কাজ করতে পারছেন। পাঁচ হাজার টাকার ওপর কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত কোন প্রকল্পের জন্য অনুমোদন নিতে হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতির, কুড়ি হাজার টাকার ওপর হলে জেলা পরিষদের। অবশ্য উন্নয়নমূলক বড় কোন কাজ করতে গিয়ে প্রধানরা কারিগরী বিশেষজ্ঞের অভাব বোধ করছেন। তাঁরা কেউই বিশেষজ্ঞ নন, নির্বাচিত প্রতিনিধি মাত্র। তাই অনেক অঞ্চল থেকে কারিগরী বিশেষজ্ঞ নিয়োগের দাবি উঠছে।

প্রশস্ত সেতুর দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সঙ্কীর্ণ খড়খড়ি সেতুর সংস্কার সাধন করে আধুনিক-সম্মত প্রশস্ত সেতু গড়ার দাবিতে আর এস পি নিয়ন্ত্রিত রিকসা প্যাডলারস ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন ও কৃষক ফ্রন্ট পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনীয়ারদের ঘেরাও করেন এবং পথ অবরোধ করেন। মহকুমা শাসক ও বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি দানের পর ঘণ্টা তিনেকের ঘেরাও এবং পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী খড়খড়ি সেতুটি প্রশস্ত করার দাবি দীর্ঘদিনের। কোন কারণে সেতুটি অকেজো হয়ে গেলে জেলার বিরাট অংশের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এই অসুবিধার কথা চিন্তা করে মে মাসে প্রশস্ত সেতু তৈরীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

ঘাট নিয়ে দুই দলে সংঘর্ষ, গুলি, গ্রেপ্তার

অরঙ্গাবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারী—ফেরিঘাট নিয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারী সুতী থানার কাকুরিয়া গ্রামে কংগ্রেস ও সি পি এম দলের সমর্থকদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ২৫ জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, সংঘর্ষের সময় তীর ধনুক, লাঠি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। পাইপগানের গুলিতে তিনজন জখম হন। ঐ খবর লেখার সময় পর্যন্ত ৫ জন কংগ্রেস সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মেয়ে পাচারকারী সন্দেহে তিনজন গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ২৭ ফেব্রুয়ারী—মেয়ে পাচারকারী সন্দেহে সাগরদীঘি পুলিশ গতকাল তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রের খবরে জানা গেছে, উত্তর প্রদেশের গুণ্ডা জেলার দুলারি কুরমি, রঘুনাথগঞ্জের বড়জুমলা কলোনীর রোহিণী ভাস্কর ও সাগরদীঘির শ্যাম কর্মকার গতকাল পোপাড়ার কালীপদ কালীদহের বাড়ীতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলে স্থানীয় জনসাধারণের সন্দেহ হয় যে, এরা মেয়ে পাচারকারী দলের লোক। বছরখানেক আগে এ রকম একটি ঘটনা ঘটায় সন্দেহ বদ্ধমূল হয় এবং থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ অভিযুক্ত তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে।

বিদেশী মাল আটক

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৮ ফেব্রুয়ারী—ধুলিয়ান কাসটমস সম্প্রতি ফরাক্কা মোড়ে জাতীয় সড়কের ওপর তল্লাসি চালিয়ে একটি লরি থেকে জাপানের তৈরী ১৩০টি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কেল ও ৫০০টি হাতুড়ি উদ্ধার ও আটক করেছে। এ ব্যাপারে লরির যাত্রী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রধানের পদত্যাগ

সাগরদীঘি, ২৮ ফেব্রুয়ারী—বোখারা—২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অপূর্ব মুখারজি পদত্যাগ করেছেন। ব্লক কর্তৃপক্ষ তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন এবং নতুন প্রধান নির্বাচনের জন্য নোটিশ দিয়েছেন।

অপূর্ব মুখারজি সি পি এম দলের সমর্থনপুষ্ট হয়ে গ্রামসভায় নির্বাচিত হন এবং প্রধান নির্বাচিত হন। কিছু দিনের মধ্যেই সি পি এম দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তিনি সি পি এম দলের ওপর থেকে তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন এবং আর এস পি দলে যোগদান করেন। পরে তাঁর ওপর নানারকম চাপ সৃষ্টি হতে থাকলে তিনি ১৯ ফেব্রুয়ারী পদত্যাগ করেন বলে জানা যায়।

রহস্যজনক খুন

সাগরদীঘি, ২৮ ফেব্রুয়ারী—বীরভূম জেলার মুরারই থানার কানাই-পুর গ্রামের একজন মোষ বিক্রেতাকে আজ সকালে সাগরদীঘি হাটের কাছে রেললাইনের ধারে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি গতকাল দুটি মোষ নিয়ে আসে এখানকার হাটে বিক্রী করতে। পাইকারদের সন্দেহ হয় মোষ দুটি চোরাই। তারা তাকে মারধোর করে এবং পোপাড়ায় একটি বাড়ীতে বসিয়ে রাখে। পরদিন সকালে রেললাইনের ধারে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশের সন্দেহ তাকে আগে কোথাও খুন করে রেল-লাইনের ধারে ফেলে রাখা হয়। সুতরাং এটি একটি রহস্যজনক হত্যা-কাণ্ড। পরদিন পুলিশ হবি সেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তার মোষ দুটি উদ্ধার করেছে। আজিমগঞ্জ রেলপুলিশ হত্যা মামলা দায়ের করেছে। নিহত ব্যক্তির নাম রাখু ঘোষ।

হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ

ধুলিয়ান, ২৫ ফেব্রুয়ারী—গত রবিবার স্থানীয় গরুরহাটের কয়েকজন দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে টাউন ক্লাবে হামলা চালায় এবং সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল বিশ্বাসকে হত্যার চেষ্টা করে বলে ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। আরো জানানো হয়েছে যে, তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদককে উদ্ধার করে। ধারালো অস্ত্রসহ দুই ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানা যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮৫।

'বহিবারে দাও শকতি'

কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হইয়াছে। ঘাটতি বাজেটের কিয়দংশ পূরণে নূতন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে যাঁতাকল ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও প্রত্যেককে প্রবেশ করিতে হইবে এবং নিষ্পেষণ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এই যন্ত্রণা মুখ্যতঃ মধ্য ও স্বল্পবিত্ত মানুষের।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করবৃদ্ধি লইয়া আগামী অর্থবৎসরের বাজেট। আর এই করবৃদ্ধির জন্য বেশী ভোগান্তি হইবে শহরবাসী মধ্য ও স্বল্পবিত্ত মানুষদের। অর্থমন্ত্রী খুব ভালভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত শহরে মানুষের সংখ্যাধিক্য আছে। ইহাদের উপার্জন সীমিত; ইহাদের অনেকেই প্রতি মাসে আপন আপন অফিসের দারোয়ান কর্মচারীদের নিকট ধারকর্জ করিয়া দিন-গুজরাণ করে, ইহাদের আর্থিক শক্তি আদৌ নাই। আর এমন এমন জিনিসের উপর কর বসানো হইয়াছে, যাহা ইহারা ব্যবহার করিতে বাধ্য। তাই সরকারের অর্থাগমে কোন অসুবিধা হইবে না।

বস্তুতঃ কতকগুলি অতি আবশ্যিক নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর করবৃদ্ধির দরুণ ধনী জোতদার, ব্যবসাদার মজুতদার প্রভৃতিদের গায়ে আঁচড় লাগিবে না। ইহাদের অধিকাংশেরই কালোটাকা সুপ্রচুর। অথচ মুষ্টি-বেতনজীবী মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্তেরা সে লক্ষ্মীপ্রসাদ বঞ্চিত। তাই কেরোসিন, সাবান, বিড়ি-সিগারেট, টুথপেষ্ট কিনিতে ইহারা হিমসিম খাইবে।

কিষাণ-প্রেমী অর্থমন্ত্রী। অথচ বাজেটের করবৃদ্ধি দেখিয়া মনে হয়, তিনি ধনিক কিষাণ দরদী। কেন না কেরোসিন, বিড়ি, দেশলাই গরীবদের কিনিতেই হইবে এবং তাহাতেই নাজেহাল হইবে। ধনিক গোষ্ঠীর ইহাতে যায় আসে না; অর্থাৎ কিনিতে অসুবিধা হইবে না। পেটরোল, ডিজেল প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসযাত্রী ভাড়া, মালপত্র পরিবহণ খরচা বাড়িবে অনিবার্যভাবে; আর পণ্যাদির খুচরা ও পাইকারী মূল্য বাড়িবে এবং শেষ পর্যন্ত সব জিনিসই আবার নূতন দরবৃদ্ধির তিলক পরিয়া শোভিত হইবে। মধ্য ও স্বল্পবিত্তেরা তিমিরাচ্ছন্ন ভাগ্য লইয়া ধুঁকিতে থাকিবে।

যে দেশে ধনী পরিবারের মহিলারা প্রত্যেকে প্রসাধন সামগ্রীর জন্য মাসে দুইশত টাকা খরচে দ্বিধা করেন না, সেই দেশেই আড়াই শত তিনশত টাকা বেতনভোগী লক্ষ লক্ষ নিম্নবিত্ত মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনিতে শেষ হইয়া যাইতেছেন। অথচ অবস্থা এমন যে ঐ সব জিনিস না কিনিলেও চলিবে না।

যাই হোক, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটকে সাধারণ মানুষ কোন মতেই যে স্বাগত জানাইবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এই বাজেটের চাপ এই সাধারণ মানুষকে অবনত-মস্তকেই সহ্য করিতে হইবে। অথচ যদি উপর মহল হইতে শোনান হয়, করবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের উপর তেমন আর্থিক চাপ পড়িবে না, তাহাকে নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া কী বলা যায়? পরিতাপের কথা, এত বৃদ্ধি ঘটাইয়াও ঘাটতি বাজেটে ঘাটতিই রাহল।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

নিয়োগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত

আপনার পত্রিকায় ১লা ফাল্গুন ১৩৮৫ সংখ্যায় আমার বিরুদ্ধে ভুয়া অভিজ্ঞতা এবং নিয়োগ সম্বন্ধে যে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমি দৃঢ়ভাবে বলিতে চাই যে, আমার অভিজ্ঞতা ভুয়া নহে। আমি বিগত ১৬ বৎসর যাবৎ মালডোবা পঙ্কজকুমার উচ্চ বিদ্যালয়ে হাতেকলমে করণিকের কাজ করিয়া আসিতেছি এবং তাহা কর্ত্তৃপক্ষের স্বীকৃতিমূলেই। আরও বলিতে চাই যে আমার এই অভিজ্ঞতার বিবরণ আমি লিখিতভাবেই আমার দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছি। তাহা ছাড়া দরখাস্তে আমি টাইপ এর কথা উল্লেখ করি নাই। উক্ত পদের জন্য আমাকে রীতিমত লিখিত পরীক্ষায় বসিতে হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করিয়াছেন প্রশাসক এবং প্রধান শিক্ষকসহ একটি সিলেকসন কমিটি। তাহার পর যথারীতি আমি নিয়োগপত্র পাই। উক্ত নিয়োগপত্রে আমাকে ১লা ফেব্রুয়ারী (সরস্বতী পূজার ছুটির দিন) যোগদানের নির্দ্দেশ ছিল। আমি আমার যোগদানের তারিখ আরও ৪ দিন পিছাইয়া দিবার জন্য প্রশাসক এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট যাই ও আবেদন করি, কিন্তু প্রশাসক মহাশয় ঐ তারিখেই (১-২-৭৯) আমাকে যোগদান করিতে বলেন। তাহা ছাড়া আর একটি বিষয় যে, কোন প্রশাসক বা সম্পাদক প্রতিদিন ১১টা হইতে ৪টা পর্যান্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকেন ইহা আমি কস্মিনকালে জানি না বা শুনি নাই—কাজেই 'প্রশাসকের অনুপস্থিতির সুযোগে ছুটির দিনে যোগদানের' অভিযোগের অর্থ আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আসিতেছে না। আমি কি ১-২-৭৯ তারিখে ছুটির দিনে বিদ্যালয়ের দেওয়ালে বা অফিস ঘরের কবাটে আমার যোগদানের স্বাক্ষর রাখিয়া আসিয়াছি? বোধ হয় না। কেন না যতদূর জানি পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ৩১-১-৭৯ তারিখে প্রশাসকের লিখিত নির্দ্দেশমত প্রধান শিক্ষক মহাশয় ১-২-৭৯ তারিখে অফিসে ছিলেন এবং অন্যান্য কিছু কর্মচারীও উপস্থিত ছিলেন এবং আমার জয়েনিং রিপোর্ট যথারীতি প্রশাসক মহাশয়ের নিকট পাঠানোর জন্য লওয়া হইয়াছিল। কাজেই বিগত কয়েকদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমার মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই নিয়োগকে কেন্দ্র করিয়া এক গভীর চক্রান্ত চলিতেছে এবং আমার নিয়োগের পথে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাধা সৃষ্টি করা হইতেছে। সর্ব্বোপরি আশ্চর্য্যের বিষয় স্বয়ং প্রশাসক মহাশয় (নিয়োগপত্র পাঠানোর পর) বারংবার আমাকে পত্র দ্বারা ডাকিয়া এই কাজে যোগদান না করার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। পরিশেষে আরও একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অভিযোগে প্রকাশ করিয়াছেন ১৬ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন করণিক চাওয়া হইয়াছিল কিন্তু বিজ্ঞাপনে অভিজ্ঞ টাইপ জানা করণিক চাওয়া হইয়াছিল, ১৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা বা বৎসরের কোন উল্লেখ ছিল না। —অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, দফরপুর (মুর্শিদাবাদ)।

বনফুলের চিঠি

বাঘিনী দিদি
নতুন খবর তোমায় কি দি।
সরস্বতী পুজোর দিন আটকে
ছিলাম
ছোট মেয়ের বাড়ি
সন্ধ্যাবেলা যাওয়া শক্ত
কারণ ভাঙা গাড়ি
ড্রাইভারটি বোকা
তাকে নিয়ে শিয়ালদহর ভীড়ে
যায় না ঢোকা।
রাগ করেছেন দাদা
এবং রাগ করেছ তোমরা
এই খবরে আমার মনের
অহঙ্কারী ভোমরা
গুনগুনিয়ে বেড়াচ্ছে খুব;
বিশ্বাস কর ইচ্ছা করে মারিনি
ডুব।
আমার শরীর ভালো নয়
দিদাও তোমার কাৎ
তা সত্ত্বেও হঠাৎ একদিন
যাব অকস্মাৎ
তুমি আবার আসবে কবে
সে কথাটি জানিও
এবং অনেক আশীর্ব্বাদ নিও।

—বনফুল

* চিঠিটি ৮-২-৭৪ তারিখে পি ৬৬ বি ব্লক, লেকটাউন, কলকাতা—৫৫ থেকে কবি বিষ্ণু সরস্বতীর পৌত্রী অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা। 'বাঘিনী' তার দাদুর দেওয়া নাম। 'বনফুল' সরস্বতী কবিকে দাদা বলে ডাকতেন। চিঠিটি তাঁর পুত্র শ্রীবরুণ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

—সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ

বাড়ি বিক্রয়

জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় ১লা ফাল্গুন বুধবার ১৩৮৫ সাল ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ তারিখ বাড়ি বিক্রয়ের যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহার ভ্রম সংশোধন:—

জঙ্গিপুর সাহেববাজারস্থিত গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দরুণ পোক্ত গৃহ ২০ শতক ও বাগান ২৬ শতক মোট ৪৬ শতকের ⅓ অংশ জায়গা যাহা বর্ত্তমানে জঙ্গিপুর সাহেববাজারস্থিত জগদিন্দু ভট্টাচার্য্য দিগরের হইতেছে তাহা বিক্রয় হইবে। ক্রয় ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যতীনবাবু উকীলের নিকট সন্ধান করুন।

Government of West Bengal
Office of the District Inspector of Schools (P. E.)
Murshidabad

Tender Notice

Tenders, in sealed covers, for carrying food stuff under the CARE food stuff for a period of 3 (three) years or so by truck from Calcutta Khidirpur dock or State Ware House Calcutta to State Ware Housing corporation at Cossimbazar are invited from reliable Transport Agencies, if required. The carrying charges should be inclusive of loading charges into trucks and unloading charges of the goods from the truck, stacking the bags of food into godown and all other incidental charges. No separate rate for loading, unloading, stacking etc. should be quoted.

2) Another quotation for loading the goods from the godown of State Ware Housing corporation at Cossimbazar into trucks and carrying charges of the goods to the godown of the Sub-Inspectors of schools and of the Deputy Asstt. Inspectors of schools of different Circles in the district at the following places for a period of 3 (three) years or so are invited from the reliable transport Agencies. The rate should be mentioned per K. M. per M. T. including all other incidential charges or including charges.

Rate should be mentioned for carrying food stuff not below 5 Tons and upto 12 Tons.

Tenderers must have their own Vechiles. Vechiles Number should be mentioned in the tender. Intending tenderers will have to produce valid certificate upto clearance of Income Tax and sales Tax.

Fery charges or toll charges required at the time of Crossing river or a bridge will not be paid extra to the contractors. Such charges will be deemed to have been included in the rate to be quoted by the contractors.

Each tender must deposit money of Rs. 1000·00 (Rs. One thousand) only by N. S. certificate pledged in the name of the District Inspector of Schools (P.E.) Murshidabad. The earnest money deposited by the unsuccessful tenderer will be refunded on application to the District Inspector of Schools (P. E.) Murshidabad. Earnest money of the successful tenderer will be refunded on application to the District Inspector of Schools (P. E.) Murshidabad after completion of the transport of the commodities.

Acceptance of the quotation rests with the undersigned who does not bind-himself to accept the lowest quotation or any of the quotations without assigning any reasons for acceptance or rejection of a tender.

The quotations will be received by the undersigned upto 1 P. M. on 17-3-1979.

Sd/- S. K. Ghosh
District Inspector of Schools
(Primary Education)
Murshidabad.

Memo No. 73(5)/S.M,
Dated 21. 2. 79

Name of Circle	Unloading point
1. Sadar East	1. Katabagan
Sadar West	2. Baharan
	1. Basic Training College, Berhampore
Hariharpara	
	1. Hariharpara
2. Sadar South	1. Basic Training College, Berhampore
Sargachhi	1. Bhabta Hindu Girls
	2. Mohespur
Beldanga	1. Dy. A. I./S. Office, Beldanga
3. Sadar North	1. Nimtala
	2. Balirghat 3. Doulatabad
Domkal	3. Kaladanga
	1. S. I. Office, Domkal
Jalangi	2. Sadikhandiar
4. Murshidabad	1. Dy. A. I. Office, Lalbagh
Lalgola	1. S. I. Office, Lalgola
Raghunathganj East	1. S. I. Office, Jangipore
	2. Mithipur Jb.
5. Murshidabad	1. Pirtola Jb.
Nabagram	1. Palsanda 2. Nabagram
	3. Panchgram
Khargram North	1. Sherpur 2. Nagar
Khargram	1. Khargram
6. Kandi East	1. Gokarna 2. Petrol Pump
	3. Ranagram
Barwan North	1. Kuli
7. Kandi	1. Jibanti 2. S. I. Office
Bharatpur	1. Jajan More
	2. Bharatpur P. S.
8. Sagardighi	1. S. N. H. S. Sagardighi
	2. Shaikhdighi
Raghunathganj	1. S. I./S Godown

District Inspector of Schools, Murshidabad
In-charge of Primary Education

বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ

অরঙ্গাবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারী—গত বুধবার নিমতিতা গৌরসুন্দর দ্বারকানাথ বিদ্যায়তনের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে না পারায় সভায় পৌরোহিত্য করেন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক অশোক গুপ্ত। পারিতোষিক বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, শ্রীপতিভূষণ দাস।

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

পশ্চিমবঙ্গ

প্রচার সংখ্যা—৭৫,০০০

বিজ্ঞাপনের হার ঃ

দ্বিতীয় মলাট	ঃ	১৫০০ টাকা
চতুর্থ মলাট	ঃ	১৫০০ টাকা
তৃতীয় মলাট	ঃ	১০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	৫০০ টাকা
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	৩০০ টাকা
প্রতি কলম সেণ্টিমিটার	ঃ	১০ টাকা

(কলমের প্রস্থ—৫·৫ সেঃ মিঃ)

সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞাপনের মাপ—৫ সেঃ মিঃ × ১ কলম

(কলমের প্রস্থ—৫·৫ সেঃ মিঃ)

পত্রিকার সাইজ—২৭ সেঃ মিঃ × ২১ সেঃ মিঃ

মুদ্রণ এলাকা—২২·৫ সেঃ মিঃ × ১৭·৫ সেঃ মিঃ

এছাড়া ইংরাজী পাক্ষিক ওয়েষ্ট বেঙ্গল (প্রচার সংখ্যা ১০,০০০), সাঁওতালী পাক্ষিক পছিমবাংলা (প্রচার সংখ্যা ৩০০০), হিন্দী পাক্ষিক শ্রমিক বার্তা (প্রচার সংখ্যা ৪৫০০০), উর্দ্দু পাক্ষিক মগরেবী বঙ্গাল (প্রচার সংখ্যা ২০০০) এবং দার্জিলিং থেকে প্রকাশিত নেপালী সাপ্তাহিক 'পশ্চিম বংগাল' (প্রচার সংখ্যা ৫০০০) পত্রিকাগুলিতেও বিজ্ঞাপন নেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন। বিজ্ঞাপনের মাশুল অগ্রিম প্রদেয়।

যোগাযোগের ঠিকানা—

তথ্য অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

চারতলা, ১নং ব্লক, মহাকরণ, কলিকাতা-১

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত]

গ্রাহক হোন

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

পশ্চিমবঙ্গ

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী ঃ

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক—১০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫ টাঃ

প্রতি সংখ্যার দাম—২০ পয়সা

মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানা—

তথ্য অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২৩ আর, এন, মুখার্জী রোড

কলকাতা-১

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত]

পল্লী বেতার গোষ্ঠী

যে প্রতিষ্ঠানে বেতার গ্রাহক যন্ত্র আছে সেই প্রতিষ্ঠানের ১৫-২০ জন সদস্য লইয়া একটি গোষ্ঠী হইলে তাহাকে পল্লী বেতার গোষ্ঠী বলা হয়।

বেতার প্রচার মারফৎ আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগের আলোচনা শোনা এবং তাহা রূপায়ণ করাই এই গোষ্ঠীর প্রধান কাজ।

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত]

চুলকানি রোগে দিলদারী দাওয়াই

হায়রে সাধের চুলকানি,
দিনে চুলকায় যেমন তেমন,
রাতে চুলকায় সবখানেই;
হাত চুলকায় পাও চুলকায়,
বেশী চুলকায় মাঝখানে।

শুধু দেহ কেন, দুনিয়া জুড়ে শুরু হয়েছে সব আজব চুলকানি। যেদিকে তাকান যাক দেখা যাবে রকমারি চুলকানি। রসা চুলকানি, শুখা চুলকানি, চুলকানি আবার রকমারি। তখন তার অর্থ হয়ে যায় অন্য কিছু। সব কথাতো আর আসরে খুলে বলা যায় না। যেমন, বেশী চুলকায়……। যে যাই বলুন কদর্থে যাবেন না দয়া করে। একটু ভাববার চেষ্টা করুন। তথৎ ই-তাউশ থেকে যাঁরা বিদায় হয়েছেন তাঁদের চুলকানি আর যাঁরা ওই তাউসে বসেছেন তাঁদের চুলকানি ভিন্নতর। প্রথমটির বেদনা অনুভব, পরেরটি সখানুভব। অনন্যোপায় অবস্থায় থুতুর প্রলেপ, উভয় ক্ষেত্রেই। কেন না, চুলকাবার কালে 'দুঃখানি চ সুখানি চ' হলেও জ্বালা তার আছেই। সেই জ্বালা প্রশমার্থে থুতুর প্রলেপ।

গণতন্ত্র চুলকানির অর্থ এতদিন যা মালুম হয়ে এসেছে (অবশ্য একটি নাট্য সংস্থা প্রযোজিত) এখন যেন দলতন্ত্র চুলকানির আবর্তে (এখানে নাট্য সংস্থা ভিন্নতর) কেমন যেন আলাদা চুলকানি তাড়া করছে। ভোটারদের চুলকানি আওয়াজে, আকৃষ্ট করে 'ডাক দিয়ে কে বিজন পথে ভুলালি মোর মন' চুলকানি গানে ভুলিয়ে গদীতে আসীন হবার পর এখন ক্রমশঃ যে চুলকানি প্রকট হচ্ছে তাকে 'বিবস্ত্র-চুলকানি' বলা অসমীচীন হবে কি? এ রায় পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। ভোবা, মাননীয়াদেরও করি সাদরে অহ্বান। তবে শ্রুতিকটু হলেও গোস্তকী মাফ করবেন। কোন বে-ইমানদারী কাজ করছি বলে মনে করি না।

আমরা যারা স্বাধীনতাপূর্ব যুগ পেরিয়ে স্বাধীনোত্তর যুগে রান সংগ্রহ করছি তারা দু'যুগের দু'রকম চুলকানির মোসাহেব সাক্ষী। দেখেছি স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে ত্যাগ-চুলকানি আর স্বাধীনোত্তর যুগে ভোগ-চুলকানি। যত বয়স বাড়ছে দেশের, দশের রকমারি পারটির ততই যেন ভোগ চুলকানি বাড়ছেই। কখনো স্বৈরতন্ত্রীরূপে কখনো দলতন্ত্ররূপে। তন্ত্র নামের ফারাক হলেও জনসাধারণের দৃষ্টিতে চুলকানির রূপ একই—সেই ভোগ। যাকে বলা যায় "দুনিয়াকা মজা লে লেও, দুনিয়া তুমহারি হ্যায়। দুনিয়াসে ডারোগী তো দুনিয়া দাবায়েগি। দুনিয়াকে লাথ মারে দুনিয়া সেলাম করে।" প্রভুত্বের লালসা-চুলকানি দল বা পারটিতন্ত্র রকম ফেরে রং পালটাচ্ছে, যুগে যুগে। আজো সেই স্রোতধারা বহমান।

পারটিতন্ত্র চুলকানিই এখন সবার সেরা। দেশ আবার কি? আরে, ওতো বেবাক বুদ্ধুকা বাৎ। চালাও পারটিতন্ত্রের রথচক্র! দেশ-কালের কোন সীমানা নেই। পারটির রথ-চক্রই মোদ্দা কথা। আশ্চর্য্য! এ রোগে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাছের চাষ

মাছের ভালো ফলনের জন্যে মার্চ মাসে কি করতে হবে

১) এখন বসন্তকাল। এই সময়েই মাচ তাড়াতাড়ি বাড়ে। কাজেই মাছ চাষীভাইয়েরা এখনই পুকুরে জাল টেনে মাছের সংখ্যা এবং ওজন দেখে নিন। বিঘা প্রতি ৮০০।১০০০ মাছ না থাকলে আরো চারাপোনা ছাড়ুন।

২) পুকুরে খাদ্যের অভাব না থাকলে বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় মাছ প্রতি মাসে ৮০/১২০ গ্রাম বাড়ে। সুতরাং এদিকে নজর রাখবেন। প্রতি মাসে বিঘা প্রতি জলে ২ কুইন্টাল গোবর সার, পনের দিন পরে ৫ কেজি ইউরিয়া ও সুপার ফসফেট সমান পরিমাণে দিন। জলের রঙ সবুজ হয়ে থাকলে সার বা কৃত্রিম খাদ্য দেবেন না।

৩) মেঘলা দিনে জলে অকসিজেন কমে গেলে মাছ মরতে শুরু করে। ভোরের দিকে বাঁশ বা লাঠি দিয়ে জল নাড়া-চাড়া করে দিন এবং বিঘা পিছু ১।২ কেজি পটাশ পারম্যাঙ্গানেট ও ৪০ কেজি চুন দিন।

৪) গতমাসের নির্দেশমতো তৈরী সাইপ্রিনাস মাছের চারাগুলি এবার পুকুরে ছাড়ান। সংখ্যায় বেশি থাকলে বিক্রি করে দেবেন।

৫) কৃত্রিম প্রজননের জন্যে রাখা রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছগুলির প্রতি আগের মতোই যত্ন নিন। মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছেদের স্বাস্থ্য দেখুন এবং কৃত্রিম খাদ্য দিতে থাকুন।

৬) হাজা-মজা বা আগাছায় ভর্তি পুকুর এখনই সংস্কার করতে শুরু করুন যাতে বর্ষার আগেই ওগুলি মাছ চাষের উপযোগী হয়।

৭) জলে নিয়মিত চুন দেবেন, বছরে অন্ততঃ ৩।৪ বার। এতে মাছের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, ফলনও বাড়বে।

৮) এই মাসই বাগদাচিংড়ি, পার্শে, ভাঙন ইত্যাদি মাছের ডিমপোনা সংগ্রহের সময়। সুন্দরবন ও সমুদ্রের খাড়ি অঞ্চলের মাছ চাষীভাইয়েরা এখনই তৎপর হোন।

মাছ চাষের ব্যাপারে যে কোন সাহায্য বা পরামর্শের জন্য জেলা মীনাধিকারী বা ব্লকের মৎস্য সাম্প্রসারিক আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত

মাছের চাষ

মাছের ভালো ফলনের জন্যে ফেব্রুয়ারী মাসে কি করতে হবে

১) আশাকরি সব পুকুরেই চারাপোনা ছাড়া হয়েছে। মাছের রোগ-বালাই ঠেকাতে ও ফলন বাড়াতে আগের মতো চুন ও গোবর সার দিতে ভুলবেন না। মাসে অন্ততঃ দুবার পুকুরে জাল টানুন এবং প্রতিদিন একই সময়ে সমান পরিমাণ খৈল ও চালের কুঁড়ো মিশিয়ে কৃত্রিম খাদ্য দিন।

২) এই মাসই সাইপ্রিনাস মাছের ডিম ফোটানোর উপযুক্ত সময়। এই কাজে এখনই লেগে পড়ুন। আশাকরি ডিমওয়ালা মাছ জোগাড় করেছেন এবং আঁতুড় পুকুরও তৈরী হয়ে গেছে। যদি না হয়ে থাকে, তবে আজই কাজ শুরু করুন।

৩) সাইপ্রিনাস মাছের ডিমপোনা তৈরীর জন্যে প্রথমে ব্রিডিং হাপা ও হ্যাচিং হাপা তৈরী করুন। পাতলা মার্কিন কাপড় দিয়ে ১ : ৪ অনুপাতে তৈরী এই হাপা দুটির আয়তন হবে যথাক্রমে ২½মিঃ × ১½মিঃ × ১মিঃ ও ২মিঃ × ১মিঃ × ১মিঃ। এবারে পুকুরে খাটিয়ে ব্রিডিং হাপাতে ১টি ডিমওয়ালা স্ত্রী মাছ ও ২/৩টি পুরুষ মাছ সন্ধ্যার ঠিক আগে ছেড়ে রাখুন। হাপাতে স্ত্রী মাছের ওজনের অন্ততঃ দ্বিগুণ পরিমাণ কাঁটা বা পাতা ঝাঁঝি ছড়িয়ে দিন। পরদিন সকালেই দেখবেন ডিমগুলি ঝাঁঝির সঙ্গে লেগে আছে। ডিম বেরিয়ে যাবার পর মাছগুলি সাবধানে সরিয়ে ফেলবেন। সামান্য হলদে রঙের ভালো ডিমওয়ালা ঝাঁঝি তুলে হ্যাচিং হাপাতে রাখুন। ডিমগুলি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ডিমপোনা হয়ে যাবে। ২/৩ দিন পরে সাবধানে ঝাঁঝি সরিয়ে ডিমপোনা তুলে আঁতুর পুকুরে ছাড়ুন। ২/৩ সপ্তাহের মধ্যেই এগুলি ১" মতো বড়ো হবে। তখন আরো বড় করার জন্য বড় পুকুরে ছাড়ুন।

৪) রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের কৃত্রিম প্রজননে উৎসাহী চাষীদের এখন কি করতে হবে তা গত মাসেই বলা হয়েছিল। যদি না করে থাকেন তবে এখনই উপযুক্ত মাছ জোগাড় করে যত্ন নিতে শুরু করুন। প্রতি বিঘা জলে প্রতিটি ২/৩ কেজি ওজনের ২৫০/৩০০ কেজি মাছ ছাড়ুন এবং কৃত্রিম খাদ্য দিন।

৫) হাজা, মজা বা জলজ আগাছায় ভর্তি পুকুর এখনই পরিষ্কার করতে শুরু করুন যাতে বর্ষার আগেই এগুলি মাছ চাষের উপযোগী হয়ে যায়।

মাছ চাষের ব্যাপারে যে কোন সাহায্য বা পরামর্শের জন্য জেলা মীনাধিকারী বা ব্লকের মৎস্য সাম্প্রসারিক আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত

দিলদারী দাওয়াই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মানে পারটিতন্ত্র চুলকানিতে আক্রান্ত হয়েছে কংগ্রেস, জনতা প্রভৃতি।

আর এক ধরনের চুলকানি ধরেছে প্রত্যেক পারটির অভ্যন্তরে। অন্তর্দ্বন্দ্ব চুলকানি। বহিরঙ্গের চুলকানি চুলকানো যায়, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের চুলকানিতে চুলকোতে পারা যাচ্ছে না অন্তর অভ্যন্তরে। ফলে কোন দাওয়াইয়ে যুৎমত ফল ধরছে না। সকলেই চুলকাচ্ছেন আবার চুলকিয়েও দিচ্ছেন। স্বহস্তে চুলকানি আরামদায়ক না হোক, সুখদায়ক; পরহস্তের চুলকানিতে সে সুখ দূর অস্ত্।

দিল্‌দারও দেখুন চুলকাতে চুলকাতে কি লিখতে কি লিখছে তার মাথামুণ্ডুর ঠিক নেই। 'খায়ের'! আমি সজ্ঞানে চুলকাচ্ছি। এই দেখুন না! দাদাঠাকুর মশাই এই চুলকানি রোগেই আক্রান্ত হয়ে পণ্ডিত প্রেস খুলে জঙ্গিপুর সংবাদ বের করে দিয়ে গিয়েছেন। সেও এক চুলকানির ফল। এই রোগে সকলেই ভুগছেন—বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী, ব্যবহারজীবী, আইনজীবী, মসীজীবী, রাজনীতিজীবী, শিক্ষাজীবী, প্রশাসনজীবী ইত্যাদি।

নতুন চুলকানি পঞ্চায়েৎ-চুলকানি। একেবারে তাতে গরম না হলেও বাসি নয়। শহরে নয়, গ্রামে এই চুলকানির ব্যবস্থা। বামবাদী কোন শরিকদলের বন্ধুদের রসা চুলকানির ইতোমধ্যেই পুঁজ ও রস বেরিয়ে পড়েছে, বিশেষ করে গম তন্ত্রে, জি-আর তন্ত্রে, বস্ত্রতন্ত্রে, লোনতন্ত্রে, অনুদানতন্ত্র প্রভৃতিতে। 'ধীরে রজনী ধীরে।' দিলদারের মত সকলেই জানেন যে, একটি তন্ত্র আছে যার নাম ধান্ধাতন্ত্র। এই ধান্ধাতন্ত্র চুলকানির 'ফল সব' আয়ারাম গয়ারাম তন্ত্রে একই রকম। পরিবর্তন কেবল নাট্য সংস্থার আর কুশীলবগণের।

কেন্দ্রে দেখুন। সেখানে সেই ধান্ধা চুলকানি। সেখানে 'চরণ ধরে বারণ করি, টেনোনা আর ধানধার টানে। পিচকারীতে রঙ ছাড়িতে কি গুণ আছে রাজনারায়ণ জানে। টেনোনা ·····টানে। লোক দেখানো ফাগের লীলায় যায় যে বেলা রং যে মিলায়; এই অবেলায় ধান্ধা চালাতে চন্দ্রশেখরও জানে। টেনোনা······টানে।'

'খোদা হাফেজ। আজ এই পর্য্যন্তই। —দিলদার

(মতামত দিলদারের নিজস্ব)

কর্মখালি

জঙ্গিপুর গার্লস্ জুনিয়র হাইস্কুল পোঃ জঙ্গীপুর এর জন্য একজন অষ্টমশ্রেণী পরীক্ষোত্তীর্ণ ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী (পুরুষ) আবশ্যক। বেতনাদি গ্রান্ট-ইন-এড্ নিয়মানুযায়ী। প্রকাশের সাত দিন মধ্যে বয়স উল্লেখপূর্ব্বক সম্পাদক বরাবর দরখাস্ত করুন।

মিত্র বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শাটিং, কোটিং
রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে
পাওয়া যায়।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

নেশার বাস সারভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস: গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন: ধুলিয়ান—২১

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উষা হার্ডওয়ার ষ্টোর

স্থান পরিবর্ত্তন: রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী
দ্রব্য বিক্রেতা।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি. কে. সেন এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা
নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Godrej

"The quality is never an accident,
But it is always the result of an important efforts."

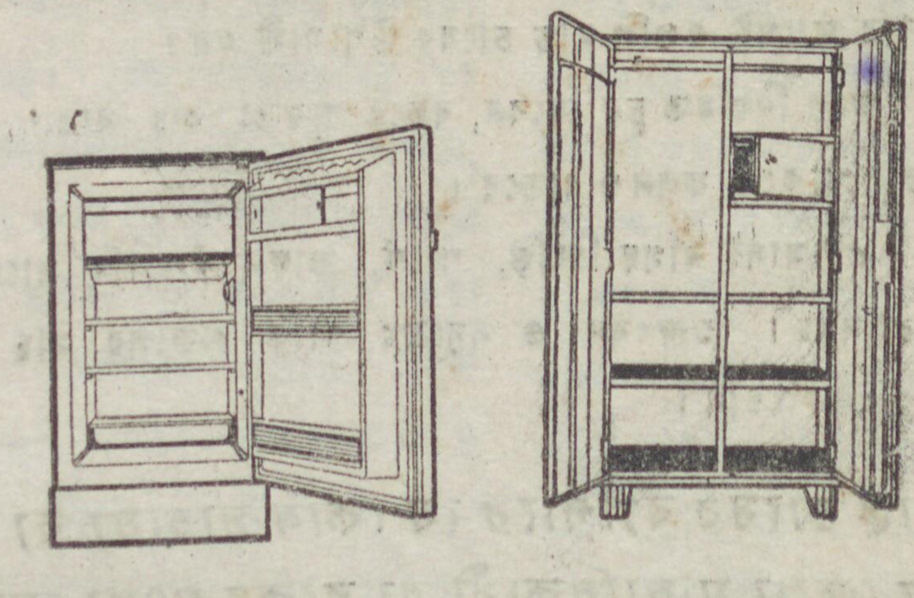

উক্তিটির সার্থক রূপকার গোদরেজ। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন: ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১